أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.73) www.motaher21.net

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ

" আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে?"

" Has sent forth for the morrow ?"

সুরা: আল-হাশর

আয়াত নং :-১৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক।

১৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

কুরআন মজীদের নিয়ম হলো, যখনই মুনাফিক মুসলমানদের মুনাফিকসুলভ আচরণের সমালোচনা করা হয় তখনই তাদেরকে নসীহতও করা হয়। যাতে তাদের যার যার মধ্যে এখনো কিছুটা বিবেক অবশিষ্ট আছে সে যেন তার এই আচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে ধ্বংসের সেই গহবর থেকে উঠে

আসার চিন্তা করে যার মধ্যে সে প্রকৃতির দাসত্বের কারণে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ রুকূ' পুরোটাই এ ধরনের নসীহতে পরিপূর্ণ।

আগামীকাল অর্থ আখেরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো, 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো আগামীকাল যার আগমণ ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আর মাথা গুঁজবার ঠাই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সেই ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড় নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মাণের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখেরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখেরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রিম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই পাবে না। এর সাথে দ্বিতীয় জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের হিসেব পরীক্ষক বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে ভাল এবং মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখেরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে, না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। অন্যথায় সে নিজের ভবিষ্যত নিজেই ধ্বংস করবে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর ভয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপরেই কিয়ামত দিবসে আত্মরক্ষার্থে কী সৎ আমল প্রস্তুত করে রেখেছে তা হিসাব করে দেখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ মানুষ যখন কিয়ামতের ভয়াবহতা স্মরণ করবে, সেদিনে নিজের অসহায়ত্ব খেয়াল করবে তখন নিজের মাঝে তাক্বওয়া চলে আসবে। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে সকল অবাধ্য কাজ বর্জন করবে এবং তাঁর নির্দেশমূলক কাজ পালনে সচেষ্ট হবে। এখানে কিয়ামত দিবসকে আগামী কাল বলে উল্লেখ করার কারণ হল : এর সংঘটন কাল বেশি দূরে নয় বরং অতি নিকটে।

তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় অর্থাৎ একদিন বা তার চেয়েও কম সময়। কেননা পরকাল চিরন্তন যার কোন অন্ত বা শেষ নেই। এর তুলনায় দুনিয়ার জীবন যত দীর্ঘই হোকনা কেন তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। প্রকৃত পক্ষে তার তুলনাই হয়না। সমুদ্রের পানির সাথে যেমন একফোটা বা কয়েক ফোটা পানির তুলনা হয়না ঠিক তেমনি।

(২) কিয়ামত অত্যন্ত সুনিশ্চিত, যেমন আজকের পর আগামী কালের আগমন সুনিশ্চিত। (৩) কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামী কাল যেমন অতি নিকটবর্তী। তেমনি দুনিয়ার জীবনের পর কিয়ামতও খুবই নিকটবর্তী।

এই আগামী কাল কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে- যে ব্যক্তি আজকের আনন্দ স্ফুর্তি ও স্বাদ আস্বাদনের জন্য নিজের সবকিছু ঢেলে দেয়, আগামীকাল তার নিকট ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাবার ও মাথা গুজার জন্য ঠাঁই থাকবে কিনা তা চিন্তা করেনা সে লোকটি যেমন অজ্ঞ, মুর্খ ও অপরিণামদর্শী তেমনি সেই লোকটিও নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারে। অপরিণামদর্শী, অজ্ঞ ও মুর্খ যে নিজের ইহ জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ বানাতে ব্যস্ত হয়ে পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ রূপ ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যায়, পরকালকে ভুলে যায়। অথচ আজকের পর যেমন আগামী কাল অবশ্যই আসবে তেমনি পরকালও অবশ্যই আসবে। বর্তমানের দুনিয়ার জীবনেই যদি সে আগামী কালের (পরকালের) জন্য ব্যবস্থা না করে তাহলে 'পরকালের' সেই আগামী কাল সে কিছুই পেতে পারবেনা।

এর সংগে আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, এই আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের হিসাব গ্রহণকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি স্বয়ং নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝতে না পারে তাহলে তার বর্তমান জীবনের কার্যাবলী তার পরকালীন জীবনকে সুন্দর ও সুখময় বানাবে, না মারাত্মক পরিণতির ব্যবস্থা করবে এর কোন চেতনাই তার জাগবে না, থাকবেও না। কিন্তু এচেতনা যদি জাগ্রত হয় তাহলে তাকে নিজের হিসেব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে এবং করবে। এবং নিজের সময়, পূজি, শ্রম-মেহনত, যোগ্যতা কর্মক্ষমতাকে যে পথে ও যে কাজে নিয়োজিত করেছে ও করছে তা তাকে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছাবে না জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে তা পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারেই তাকে বিচার করতে হবে। দেখতে হবে, বস্তুত এরূপ বিচার বিবেচনা করা ও দেখা তার নিজের

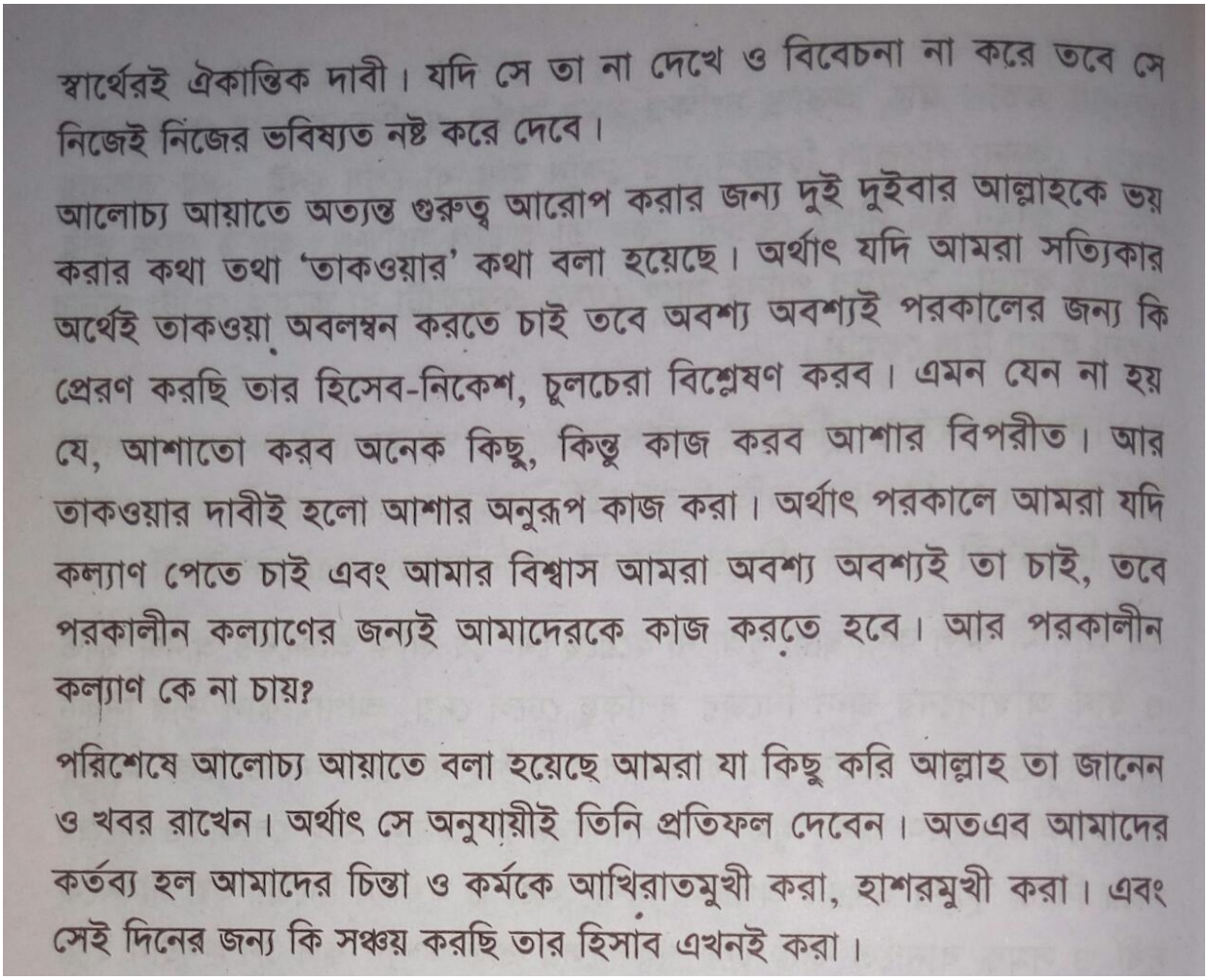

স্বার্থেরই ঐকান্তিক দাবী। যদি সে তা না দেখে ও বিবেচনা না করে তবে সে নিজেই নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করে দেবে।

আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করার জন্য দুই দুইবার আল্লাহকে ভয় করার কথা তথা 'তাকওয়ার' কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই তবে অবশ্য অবশ্যই পরকালের জন্য কি প্রেরণ করছি তার হিসেব-নিকেশ, চুলচেরা বিশ্লেষণ করব। এমন যেন না হয় যে, আশাতো করব অনেক কিছু, কিন্তু কাজ করব আশার বিপরীত। আর তাকওয়ার দাবীই হলো আশার অনুরূপ কাজ করা। অর্থাৎ পরকালে আমরা যদি কল্যাণ পেতে চাই এবং আমার বিশ্বাস আমরা অবশ্য অবশ্যই তা চাই, তবে পরকালীন কল্যাণের জন্যই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আর পরকালীন কল্যাণ কে না চায়?

পরিশেষে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে আমরা যা কিছু করি আল্লাহ তা জানেন ও খবর রাখেন। অর্থাৎ সে অনুযায়ীই তিনি প্রতিফল দেবেন। অতএব আমাদের কর্তব্য হল আমাদের চিন্তা ও কর্মকে আখিরাতমুখী করা, হাশরমুখী করা। এবং সেই দিনের জন্য কি সঞ্চয় করছি তার হিসাব এখনই করা।

প্রত্যেক নাবীরা যেমন এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন তেমনই তাক্বওয়ার দিকে আহ্বান করেছেন। তাক্বওয়ার ফলাফল সম্পর্কে সূরা বাক্বারায় আলোচনা করা হয়েছে।

*তাকওয়াঃ- لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ '' এর تقو তাকওয়া শব্দের মুল ধাতু وقي এর অর্থ বাঁচা। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো ভয় করা। পারিভার্ষিক অর্থ হলো:- ''আল্লাহ ও তার রাসুলের সকল আদেশ মানা নিষিদ্ধ কাজ থেকে দুরে থাকা।''

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তার আদেশ নিষেধ মানতে হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সকল ফরজ, ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: ''তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তার নাফরমানী না করা, আল্লাহকে স্মরন করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তার কুফরী না করা।''

তাকওয়ার ব্যপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ফরজ ওয়াজিব এবং হারাম কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল নন, তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং মোত্তাকী নয় বলে মনে করে । তারা হাতে তাসবীহ, মাথায় টুপি- পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপকাঠি মনে করে। অথচ এগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাবের বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক. অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগনিত ফরজ ওয়াজিব রয়েছে যেগুলো তারা পালন করে না এবং সেগুলোর খবরও রাখেনা । যেমন পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে তারা উদাসীন। পক্ষান্তরে, যারা এসব কাজ করেন এবং সেজন্য জান- মাল উৎসর্গ করেন তাদেরকে তারা মোত্তাকী বলতে নারাজ। অথচ তারাই সত্যিকার অর্থে মোত্তাকী। তারাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে জানমালের সর্বাতœক কোরবানী করে তাকওয়ার চুড়ান্ত পরাকাষ্ঠ দেখান। তারা বিজয়ী গাজী কিংবা শহীদ হন। তারাই যদি মোত্তাকী না হয় তাহলে যারা এত সস্তা আমল করে এবং কঠিন আমল থেকে দুরে থেকে তারা মোত্তাকী হন কোন যুক্তিতে? তাকওয়াতে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত ও সীমিত ফরজ কাজ আদায়ের নাম নয়। মোত্তাকী হতে হলে ব্যাক্তিগত, পারিবারিক. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নীতি সহ শিক্ষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ জানতে হবে ও মানতে হবে ।

এক ধরনের ভন্ড পীর- ফকির ও দরবেশ আছে যারা বহু অনৈসলামী কাজ করে নিজেদেরকে মোক্তাকী এবং আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবী করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাজা ও দাঁড়ি এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে। কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এগুলো তাকওয়াতো দুরের কথা বরং তার থেকে অনেক অনেক দুরের জিনিস। কেননা তাকওয়ার অর্থ হল আসল ফরজ ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে তারা হারাম কাজ সব করে এবং ফরজ ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে। এরা দোজখের ইন্ধন ছাড়া আর কি? দ্বিতীয় খলিফা, ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রাঃ) বলেন : আপনি কি কাঁটা যুক্ত পথে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন 'হ্যা। উবাই (রাঃ) বলেন, কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্ক ভাবে চলেছি। উবাই (রাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহারন।

অর্থাৎ সমাজে, জীবনে চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ এমন সাবধানে চলা যাতে কোন পদক্ষেপই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (স:) এর বিরোধী না হয়। এখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিরোধী কাজকে পথের কাঁটা হিসাবে উদাহারন দেয়া হয়েছে। কাঁটাযুক্ত পথে যেভাবে সতর্কতার সাথে কাঁটা এড়িয়ে চলতে হয় ঠিক সেভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসুল (সঃ) এর বিরোধী প্রতিটি কাজকর্ম প্রতি মূহুর্তে সাবধানে পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলেই তাকওয়া অর্জিত হবে। নিম্মোক্ত আয়াতে আল্লাহ সকল যুগের মানুষদেরকেই তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন-

و لقد وصينا الذين اوتو الكتا من قبلكم و اياكم ان التقو الله (النساء-১৩১)

“আমি তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর যখন তোমাদেরকেও উপদেশ দিতেছি যে, তাকওয়া অবলম্বন করা।

(সুরা-৪, নিসা-১৩১)

* তাকওয়ার ফায়দা কি?

তাকওয়া অবলম্বনের ফলে এই দুনিয়া তথা ইহকালে ১৫ (পনের)টি ফায়দা লাভ করা যায়ঃ-

(১) তাকওয়ার ফলে মানুষের জটিল বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়।

و من يتق الله يجعله من امره يسرا (الطلاق-৪)

“আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করলে আল্লাহ বান্দার বিভিন্ন বিষয়গুলো সহজ করে দেবেন।

(সুরা-৬৫, তালাক-৪

(২) তাকওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে ঃ

إن الذين التقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون (الاعراف ২০১)

“যারা তাকওয়া অনুসরণ করে, শয়তানতাদেরকে ক্ষতি করার জন্য স্পর্শ করলে তারা সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরন করে। তখন তারা তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ সুস্পষ্ঠভাবে দেখতে পায়। (সুরা-৭, আরাফ-২০১)

(৩) তাকওয়ার ফলে আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়ঃ

(৯৬-الاعراف) ولو ان اهل القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الرض

"জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনুসরণ করলে, আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকত সমূহ উম্মুক্ত করে দেব।

(সুরা-৭, আরাফ-৯৬)

(৪) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তাওফিক লাভ করেঃ

(২৯-الانفال) يايها الذين امنو ان تتقو الله يجعلكم فرقانا

"হে ঈমানদারগন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড দান করবেন।

(সুরা-৮, আনফার-২৯)

(৫) সংকট থেকে উদ্ধার এবং অভাবিত রিযক দান করবেন।

(২০-الطلاق) -ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب

"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অভাবিত রিযক দান করবেন। সুরা-৬৫, তালাক-২০)

(৬) আল্লাহর অলী ও বন্ধু হওয়া যায়ঃ

(৩৪-الانفال) -إن او لياءه الا المتقون

“নিশ্চই মুত্তাকী ছাড়া কেহ তার বন্ধু নয়।” (সূরা আনফাল-৩৪)

(৭) আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়ঃ

(العمران-৭৬) -فان الله يحب المتقين

“আর নিশ্চই আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।”

(সুরা-৩, আল-ইমরান-৭৬)

(৮) আল্লাহর সাহচর্য লাভ করা যায়:

(البقرة-১৯৪) -و اتقو الله واعلمو ان الله مع المتقين

“যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, নিশ্চই আল্লাহ মোত্তাকীদের সাথে আছেন।”

(সুরা-২, বাকারা-১৯৪)

(৯) মোত্তাকীর আমল কবুল হয়ঃ

(المائدة-৫৭) إنما يتقبل الله من المتقين

“আল্লাহ অবশ্যই মোত্তাকীদের আমল কবুল করেন।”

(সুরা-৫, মায়েদা-৫৭)

(১০) দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয় ভীতি নেইঃ

(فمن اتقي و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون-الاعراف-৩৫)

"যারা তাকওয়া অর্জন করে ও নিজের আচার আচরণকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয়- ভীতি ও পেরেশানী নেই।" (সুরা-৭, আরাফ-৩৫)

(১১) গুনাহ মাফ ও বিশাল পুরস্কার দেয়া হবেঃ

(و من يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا-الطلاق-৫)

"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।" (সুরা-৬৫, তালাক-৫)

(১২) তাকওয়া উত্তম সম্বলঃ-

(و تزودو فان خير الزاد التقوى-البقرة-১৯৭)

"তোমরা সম্বল সংগ্রহ কর। তবে তাকওয়াই হলো উত্তম সম্বল।" (সুরা-২, বাকারা-১৯৭)

(১৩) মোত্তাকী আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিতঃ

(إن اكرمكم عند الله اتقاكم-الحجرات-১৩)

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যাক্তিই উত্তম আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিকতর তাকওয়ার অনুসারী।" (সুরা-৪৯,হুজরাহ-১৩)

(১৪) আল্লাহ মুমিন মোত্তাকীকে নাযাত দেনঃ

(১৮-حم السجدة) – ونجينا الذين أمنو و كانوا يتقون

‘‘যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমরা তাদেরকে নাযাত দিয়েছি।’’ (সুরা-৪১,হামীম আস সেজদা-১৮)

(১৫) ‘‘তাকওয়া অবলম্বন কারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ ঃ

(৬৪-৬৩-يونس) -الذين امنو و كانوا يتقون- لهم البشرى في الحيوة الدنيا و في الاخرة

‘‘যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে

সুসংবাদ।’’ (সুরা-১০, ইউনুস-৬৩-৬৪)

* তাকওয়া অবলম্বনের ফলে আখিরাত তথা পরকালে নিম্মোক্ত ৭টি ফায়দাঃ

(১) মোত্তাকীরা বেহেশত লাভ করবে:

(৫২-৫১-الدخان) -إن المتقين في مقام امنن- في جنت و عيون

‘‘নিশ্চই মোত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে, জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে।’’

(সুরা-৪৪, দুখান-৫১-৫২)

(২) মোত্তাকীদেরকে দলে দলে বেহেশতে নেয়া হবেঃ

(৭৩ -الزمر) -وسيق الذين التقوا ربهم إلي الجنة زمرا

‘‘যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নেয়ে যাওয়া হবে।’’ (সুরা-৯, যুমার-৭৩)

(৩) মোত্তাকীরা আল্লাহর প্রতিনিধি দলের মর্যাদা পাবেঃ

(يوم نحشر المتقين إلي الرحمن وفد -مريم-৮৫)

‘‘সেদিন মোত্তাকীদেরকে দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে উঠানো হবে।’’

(সুরা-১৯,মরিয়ম-৮৫)

(৪) মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে আসমান- যমেিনর সমান প্রশস্ত জান্নাতঃ

(و سارعو إلي مغفرة من ربكم و جنت عرضها السموت والرض اعد للمتقين – العمران-১৩৩)

‘‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগামী হও; যার প্রশস্ততা হলো আসমান-যমিনের সমান ; এটা মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।’’

(সুরা-৩, আল-ইমরান-১৩৩)

(৫) মোত্তাকীরা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবেঃ

(إن المتقين في جنت و نهر – في مقعد صدق عند مليك مقتدر -القمر-৫৪-৫৫)

‘‘মোত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নহরে, সত্যের আসনে, সর্বাধিপতি শাহানশাহের সান্নিধ্যে।’’

(সুরা-৫৪, কামার-৫৪-৫৫)

(৬) আল্লাহ মোত্তাকীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

(৭২-ثم ننجي الذين التقوا و نذر الظالمين فيها جثيا- مريم

"অতঃপর আমি মোত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখান থেকে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।" (সুরা-১৯, মরিয়ম-৭২)

(৭) মোত্তাকীদের ছাড়া কেয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্র"তে পরিণত হবেঃ

(৬৭-الزخرف) -الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين

"মোত্তাকীদের ছাড়া ঐ দিন সকল বন্ধু শত্র"তে পরিণত হবে।" (সুরা-৩৩, যুখরুফ-৬৭)

এ হলো তাকওয়ার কিছু উপকারীতা ও ফায়দা। যেগুলো নগদ এই দুনিয়াতে এবং পরকালে পাওয়া যাবে। কুরআন এবং হাদিছে তাকওয়ার আরো বহু পুরস্কারের কথা উল্লেখ আছে। তাই সবারই তাকওয়া অর্জনে আপ্রাণ চেষ্ট করা উচিত। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেনঃ-

(১০২ -العمران) -واتقو الله حق تقاته

"তোমরা আল্লাহকে তাকওয়ার যথার্থ দাবী পূরন করে ভয় করো।" (সূরা-৩, আল ইমরান-১০২)।

অতএব আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা , আমাদের রব মহান আল্লাহকে যথাযথ ভাবে জানব, বুঝব, এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তার যথাযথ ইবাদাত করব। আল্লাহ মানবজাতিকে সেই তাওফিক দান করুন-আমিন।

(وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ)

অর্থাৎ যারা (আল্লাহ তা'আলার ইবাদত, নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জন না করার মাধ্যমে) আল্লাহ তা'আলার স্মরণকে বর্জন করেছে ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৎআমলের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন যা আখিরাতে তাদের উপকারে আসতো। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন সব মানুষের মত হতে নিষেধ করেছেন যারা

আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তারাই তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে, নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ)

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে-যারা এমন করবে (উদাসীন হবে) তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকূন ৬৩ : ৯)

النسي এর প্রকৃত অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভুলে যাওয়া। যেমন সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে :

(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا)

'হে আমাদের রব! আমরা ভুলে গেলে অথবা ভুল করলে পাকড়াও করবেন না।' অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য উম্মাতে মুহাম্মাদিকে পাকড়াও করা হবে না, এ উম্মতকে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে অর্থ হল : স্বেচ্ছায় বর্জন করা। শব্দটি এ অর্থে কুরআনের সূরা ত্ব-হার ১১৫, ১২৬ ও সূরা আ'রাফের ৫১ ও সূরা সাজদাহর ১৪ নম্বর আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

(. . . . لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّار)

'জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়।' এরূপ পার্থক্য করে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

(أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَاْءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَاْءَ مَا يَحْكُمُوْنَ)

"দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করবো যারা ঈমান আনে ও আমল করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ।" (সূরা জাসিয়া ৪৫ : ২১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ ز أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ)

“যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমি কি তাদেরকে ঐসব লোকের সমান করে দেব, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়? অথবা আমি কি মুত্তাক্বীদেরকে গুনাহগারদের সমান করে দেব?” (সূরা সোয়াদ ৩৮ : ২৮)

অতএব জান্নাতী ও জাহান্নামী কখনো সমান নয়, বরং তাদের উভয় শ্রেণির মাঝে আকাশ-জমিন তফাত। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের কামনা-বাসনা থাকবে সে কিভাবে জান্নাতী হতে পারবে। কারণ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল আর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল সে ব্যক্তিই সফলকাম।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. সৎকাজ করার মাধ্যমে ও অসৎকাজ বর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা ওয়াজিব।

২. আখিরাতের মুক্তির জন্য পাথেয় গ্রহণ করা উচিত।

৩. জান্নাতবাসী ও জাহান্নামী কখনো সমান নয়।